দৈনিক জনকণ্ঠ

JAN 17 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ১-৬

নেপথ্য কাহিনী

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ নিয়ে টানাপোড়েন যে কারণে—

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ নানামুখী স্বার্থান্বেষী মহলের টানাপোড়েনের চক্রে আটকে গেছে কৃষি বিশ্বদ্যিালয়ের নাম পরিবর্তনের বিষয়টি। অনেকে চাইছে নাম পরিবর্তন হোক। অন্যরা করছে বিরোধিতা। নাম

(২- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের

(প্রথম পাতার পর)

পরিবর্তনে আগ্রহী সরকারের একটি অংশ এবং কৃষি বিশ্বদ্যিালয়ে অধ্যয়নরত স্থানীয় শিক্ষার্থীদের ইচ্ছার সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রীর অভিপ্রায় মিলে গেছে। যে কারণে মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় নাম পরিবর্তনের। কিন্তু এর পরপরই ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ, গুলিবর্ষণসহ উদ্ভূত সহিংস পরিস্থিতি সামাল দেয়া কঠিন হয়ে পড়ায় সরকার নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্তের কথা অস্বীকার করে। সূত্রগুলো বলেছে, সরকার শুরুতে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তনে রাজি না হলেও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট সংশোধন করতে গিয়েই পুরো বিষয়টি লেজেগোবরে করে ফেলা হয়।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্ট্যাটাস নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই চলছে বিভিন্ন মহলের স্বার্থের সংঘাত। এ সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছে সরকারের প্রভাবশালী একটি মহল, শিক্ষামন্ত্রী, বিভিন্ন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা, স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন রাজনীতিক। এ ছাড়া রয়েছে ময়মনসিংহে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেকার স্থানীয় ও অস্থানীয়র দ্বন্দ্ব।

এই মুহূর্তে দেশে কৃষি বিশ্বদ্যিালয়ের সংখ্যা তিনটি। গাজীপুরের সাবেক ইপসা এখন বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকার কৃষি কলেজ এখন শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। এদিকে বগুড়ায় অবস্থিত কৃষি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হচ্ছে। ময়মনসিংহে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্বদ্যিালয়ের সঙ্গে একই খাতের নতুন বিশ্বদ্যিালয়গুলোর স্ট্যাটাসের টানাপোড়েন শুরু হয়েছে। 'বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়' নামের গৌরব এককভাবে কে ধারণ ... নিয়ে চলছে দরকষাকষি ও বিপুল তদ্বির।

প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মনে করছে 'বাংলাদেশ' শব্দটি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের সঙ্গে যুক্ত থাকলে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্ট্যাটাসে পিছিয়ে পড়তে পারে। এদিকে গাজীপুর বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্বদ্যিালয়ের নাম পরিবর্তনের নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়ে আছে। বঙ্গবন্ধুর নাম বাদ দিয়ে এ প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় করতে সরকারের একটি অংশ আগ্রহী। সেক্ষেত্রে ময়মনসিংহে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় নামকরণ করতে চান কেউ কেউ। কৃষি বিশ্বদ্যিালয়ে অধ্যয়নরত স্থানীয় শিক্ষার্থী এবং ময়মনসিংহের স্থানীয় রাজনীতিবিদদের অনেকে এই পরিবর্তন চান। তাঁদের আগ্রহের সঙ্গে মিশে গেছে শিক্ষামন্ত্রীর ব্যক্তিগত অভিপ্রায়। যে কারণে মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্তটি গ্রহণও করা হয়েছিল। এর পর ফুঁসে ওঠে ময়মনসিংহে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও চান না বাংলাদেশ শব্দটি পরিবর্তন করে ময়মনসিংহ শব্দটি সংযুক্ত করা হোক। ছাত্রছাত্রীদের ফুঁসে ওঠার পিছনে শিক্ষকদের কারও কারও ইন্ধন রয়েছে বলে সূত্রগুলো জানিয়েছে।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ থেকে বাদ পড়ে যাওয়া 'বাংলাদেশ' শব্দটিকে কৌশলে এড়াতে গিয়ে সরকারের এই লেজেগোবরে অবস্থা হয়েছে। এটি অনুসন্ধান করতে গিয়ে মিলেছে চমকপ্রদ ও অজানা এক কাহিনী।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষীয় একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালগ্নে ১৯৬১ সালে প্রেসিডেন্টের জারি করা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশে এর নামকরণ ছিল 'ইস্ট পাকিস্তান এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি'। ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির জারি করা নতুন এক অধ্যাদেশে এর নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়'। ১৯৮৬ সালের এপ্রিলে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত গ্র্যাজুয়েট ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (জিটিআই) সম্পর্কে গেজেট নোটিফিকেশন করতে গিয়ে 'ক্ষুদে আমলারা' নামকরণ থেকে বাংলাদেশ শব্দটি বাদ ফেলে দেয়। বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ '৯৯-এর ১৩ আইনে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রো-ভিসি পদ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে একটি আইন পাস করা হয়। সেখানেও 'বাংলাদেশ' শব্দটি বাদ কাগজপত্রে পড়ে এর নামকরণ হয় 'দি এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি'। ফলে নামকরণ থেকে বাংলাদেশ শব্দটি এড়িয়েই বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট জারি হয়।

সূত্রগুলো জানায়, কৃষিবিশ্বদ্যিালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ হোসেনের সময় কাগজের এই শুভঙ্করের ফাঁকিটি ধরা পড়ে। বিষয়টি জানাজানি হলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও আইন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে শুরু হয় চিঠি চালাচালি। ড. মোহাম্মদ হোসেন এক সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যাওয়ার পর এই চিঠি চালাচালি কিছুটা ব্যাহত হলেও পরবর্তীতে উপাচার্য প্রফেসর ড. আনোয়ারুল ইসলামের সময়ে এটি আবার গতিশীল হয়। সর্বশেষ গত ২০০১ সালের মে মাসে শিক্ষা ও আইন মন্ত্রণালয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার পর বিষয়টি সংশোধনে একমত পোষন করে মন্ত্রিপরিষদে অনুমোদনের জন্য সামারি নোট দেয়। এতে বলা হয় গত ১৯৯৯ সালের জারি করা গেজেট নোটিফিকেশনটি সংশোধিত হয়ে 'বাংলাদেশ' শব্দটি বিশ্ববিদ্যালয় নামকরণের সঙ্গে যুক্ত হওয়া দরকার।

পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের ক্ষমতা হস্তান্তর ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণ এবং নির্বাচন পর্বে এ নিয়ে আর কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। অবশেষে চারদলীয় জোট সরকারের মন্ত্রিসভার বৈঠকে গত ১৪ জানুয়ারি বিষয়টি উত্থাপিত হয় এবং নামকরণ সম্পর্কে প্রচার-প্রচারণাকে কেন্দ্র করে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এই লঙ্কাকাণ্ড ঘটে।